৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১৬ জৈষ্ঠ – ২২ জৈষ্ঠ, ১৪২৭ ঃ ৩০ মে – ০৫ জুন, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 30, 30 May - 05 Jun, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর **সাবস্ক্রাইব** করুন আমাদের **ইউ টিউব** চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের

আমফান পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন এক হাজার কোটি টাকার আগাম বরাদ্দের। ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করে দেওয়া হবে আরও।

রবিবার : বিদ্যুৎ নেই, জল নেই, রুদ্ধ পথঘাট। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে

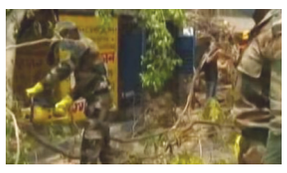

মানুষের। চলছে বিক্ষোভ, অবরোধ। শেষ পর্যন্ত পথে নামাতে হল সেনা। যে কাজ করতে পুরসভা অপারগ সেই কাজ দ্রুত করে দেখাল তারা।

সোমবার : লাদাখে বাঙ্কার তৈরি করছে চিন। করোনা ভাইরাসের গভীর

সঙ্কটের মধ্যে পাকিস্তানের সীমান্ত লঙ্ঘন চলছিল। এবার তার দোসর হল চিন। ফলে ডোকলামের আবহ ফিরে এসেছে লাদাখে। বাড়ছে বড় রকমের সংঘাতের সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার : করোনার উপসর্গ নিয়ে এক কনস্টেবলের মৃত্যুর পরে

নিচু তলার পুলিশ কর্মীরা ভাঙচুর করল গরফা থানা। তাদের অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে পুলিশ কর্মীর। যদিও করোনার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

বুধবার : ২০০৯ সালে আয়লা খেয়েছিল সুন্দরবনের বেশিরভাগ

বাঁধ। রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নতুন কায়দায় বাঁধা হবে বাঁধের আগল। এগারো বছর পর আমফান বুঝিয়ে দিল টাকা বরাদ্দ হলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি।

বৃহস্পতিবার : আমফানেই

শেষ হয়নি দুর্ভোগের ধারাবাহিক। ৯৬ কিলোমিটার বেগে বয়ে গেল কালবৈশাখী। আতঙ্কের অবসান তো দূর অস্ত বাড়িয়ে দিল দুর্বিপাকের আশঙ্কা।

শুক্রবার : পরিযায়ী শ্রমিকের

ঘরে ফেরা নিয়ে উত্তাল সারা দেশ। কেউ ফিরছেন ট্রেনে-বাসে। কেউ আসছেন আকাশ পথে। পথের ক্লান্তি ভুলে হেঁটেই ফিরছেন অনেকে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিল ভাড়া নেওয়া যাবে না। করতে হবে খাবার ও জলের ব্যবস্থা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বিভ্রান্তির লকডাউনে বিভ্রান্ত মানুষ

ওঁকার মিত্র : দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, বাড়ছে লকডাউন। আগামী ১ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে পঞ্চম দফার গৃহবন্দী দশা। পরিযায়ী শ্রমিক অধ্যুষিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। সেখানে যেমন সংক্রমিতের হার দেশের চেয়ে বেশি, তেমনই বেশি মৃত্যুর হারও। এক পরিসংখ্যান বলছে লকডাউন শুরু হওয়ার দুদিন পর অর্থাৎ ২৭ মার্চ রাজ্যে শুধুমাত্র সংক্রমিতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ জন। ঠিক একমাস বাদে সংক্রমিত হয়েছে ৫০৪ জন। তার মধ্যে সুস্থ হয়েছে ১০৯ জন এবং মারা গিয়েছেন ১০ জন। এর ঠিক একমাস পরে ২৭ মে সংক্রমিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪১৯২ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার সংখ্যা ১৫৭৮ এবং মৃতের সংখ্যা ২১৭। এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর পরিযায়ী আশঙ্কা। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে ফিরছে তার মধ্যে বেশিরভাগই করোনা সংক্রমিত।

এটা যদি সংক্রমণের ভয়ঙ্কর চিত্র হয় তাহলে পাশাপাশি বিধিভঙ্গ ও ছাড় ঘোষণার চিত্রটা একেবারেই বিভ্রান্তির। সরকারের দায়বদ্ধতার সঙ্গে রোজগার ও জনজীবন স্বাভাবিক করার আকুলতায় নানা ঘোষণা মানুষকে দিশাহারা করে তুলেছে। একদল নাগরিক কঠোর লকডাউনে ব্যস্ত, আর এক দল তা ভাঙতে বদ্ধপরিকর। একদল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী, আর একদল দোকান বাজারে ঠাসাঠাসিতে সামিল। একদল বিধি মেনে বাসে উঠছেন লাইন দিয়ে, আর এক দল গাদাগাদি করে চলেছেন অটোয় করে। মাঝখানে নিয়মরক্ষায় নির্লিপ্ত সরকার যে আসলে কার পক্ষে তা বোঝা দায়। কোন পথে গেলে মানুষ ঠিকমত রুজি রোজগার বাঁচিয়ে সংক্রমণ ঠেকাতে পারবে তার কোনও দিশা নেই। এর উপর রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার অবাধ দৌরাত্ম। সব মিলিয়ে দমবন্ধকর বিভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতি চলছে রাজ্যে।

লকডাউনে গাড়ির লাইন। ছবি ঃ বুম্বা দাস

রাজ্যের করোনা চিত্র

তারিখ	আক্রান্ত	সুস্থ	মৃত
২৭ মার্চ	১৮	–	–
২৭ এপ্রিল	৫০৪	১০৯	১০
২৭ মে	৪১৯২	১৫৭৮	২১৭

লক ডাউনের মাঝে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত এসেছে আমফান। রেড জোনের দুই জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সংক্রমণ ঠেকাতে ঘরে থাকার বার্তাটাকেই মিথ্যে করে ছেড়েছে। ভেঙে পড়েছে লক্ষ লক্ষ মাথা গোঁজার ঠাঁই। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও কয়েক হাজার বাড়িঘর। এতদিন মানুষ দিশাহারা ছিল। আমফান দিশাহারা করে দিয়েছে সরকারকেও। একদিকে প্রাণ আর অন্যদিকে ত্রাণ। দুই বানে বিদ্ধ রাজ্যের শাসক মুখ্যমন্ত্রী ধৈর্য্য হারিয়ে নিজের মুণ্ডুটাও বিসর্জন দিতে চাইছেন জনগণের ক্ষোভের আগুনে। আসলে পরিবর্তনের পর রাজ্যে উন্নয়ন আর ঝাঁ চকচকে ইমেজের পলেস্তারা খসে পড়ছে ক্রমশ। তার উপর যে কেন্দ্রকে দূরে সরিয়ে রাখা গিয়েছিল সেও এসে ঘাড়ের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। সাহায্যের নামে এতদিনের অহংবোধে ধাক্কা মারছে একের পর এক। ভেঙে পড়লে দীর্ঘদিনের সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হবে।

সমাজবিদরা বলছেন, এখানেই রাজনীতিকদের আধ্যাত্মিক দৈন্যতা। সবকিছুর যেমন শুরু আছে তেমনি শেষও আছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি হয় ধ্বংসকে সঙ্গে করে। অর্থাৎ কতদিন এই সৃষ্টিতে আমি বিরাজ করবে সেটা বড় কথা নয়। এই সৃষ্টির জন্য আমি কি করে গেলাম, অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ শক্তির উন্মেষ ঘটাতে পারলাম কিনা সেটাই বড় কথা। মহাভারতের মত বিরাট রাজনৈতিক যুদ্ধে একথাই প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীকে শিখিয়েছেন জন্ম-মৃত্যু নয়, সৃষ্টি-প্রলয়ের মাঝে প্রত্যেকটা যুদ্ধে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি ভালোর জন্য লড়ছে, খারাপের জন্য নয়। আজকের করোনা পরবর্তী বিশ্বে রাজনীতিকদের এই শিক্ষা একান্ত জরুরি। না হলে ইতিহাসে নয়, ঠাঁই হবে আস্তাকুঁড়ে।

করোনায় মৃত পরিবারের সদস্যের রিপোর্ট ভ্যানিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত বজবজ-২ নম্বর ব্লকের কাশীপুর-আলমপুর অঞ্চলের বাসিন্দা মদন চন্দ্র দে (৮০) জোকায় ইএস আই হাসপাতালে মারা যান। চিকিৎসকদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁর করোনা টেস্ট করা হয়। ১১ মে জানা যায় ওই ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয়েছে। ব্লক স্বাস্থ্য দফতর রিপোর্ট পাওয়ার পর নড়ে চড়ে বসেন। বিকালেই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে পুলিশ কাশীপুর-আলমপুর অঞ্চলের

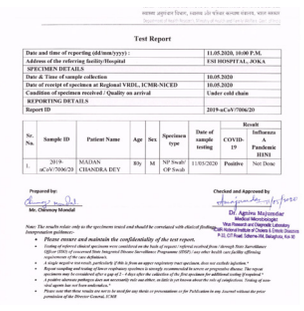

Test Report

Date and time of reporting (dd/mm/yyyy) :	11.05.2020, 10:00 P.M.
Address of the referring facility/Hospital	ESI HOSPITAL, JOKA
SPECIMEN DETAILS	
Date & Time of sample collection	10.05.2020
Date of receipt of specimen at Regional VRDL, ICMR-NICED	10.05.2020
Condition of specimen received / Quality on arrival	Under cold chain
REPORTING DETAILS	
Report ID	2019-nCoV/7006/20

Sr. No.	Sample ID	Patient Name	Age	Sex	Specimen type	Date of sample testing	Result COVID-19	Result Influenza A Pandemic H1N1
1.	2019-nCoV/7006/20	MADAN CHANDRA DEY	80y	M	NP Swab/ OP Swab	11/05/2020	Positive	Not Done

Prepared by: Mr. Chinmoy Mondal

Checked and Approved by: Dr. Agniva Majumdar, Medical Microbiologist, Virus Research and Diagnostic Laboratory, ICMR-National Institute of Cholera & Enteric Diseases, P-33, CIT Road, Scheme-XM, Beliaghata, Kol-10

- Please ensure and maintain the confidentiality of the test report.

দে পাড়ায় উপস্থিত হয়। ওই বাড়ির ১১জন সদস্যকে বুড়ুলে প্রতিষ্ঠানিক গৃহ পর্যবেক্ষণে পাঠানো হয়। ওই পরিবারের মধ্যে কাশীপুর-আলমপুর পঞ্চায়েতের একজন মহিলা সদস্যা মৌসুমী দেও ছিলেন। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ১৮ মে তাদের সোয়াব টেস্ট করার কথা ছিল। সেই মতো টেস্টও হয়। কিন্তু ২৬ মে পর্যন্ত কোনও রিপোর্ট না আসায় ওই পরিবারের সদস্যরা অতিষ্ট হয়ে এরপর তিনের পাতায়

আম্ফানের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কুনাল মালিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : আম্ফান চলে গেছে ১০ দিন হতে চললো, কিন্তু তার তাণ্ডব লীলার ধ্বংসস্তূপ জেলার ২৯টি ব্লকের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ২০ মে বিকাল ৩টের পর থেকেই আম্ফান জানান দেয় ২০০৯ সালের ২৫ মের আয়লার চেয়েও সে দূরন্ত 'ফাস্ট বোলার'। সময় যত এগিয়েছে ঝড়ের গতিবেগও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। সাগর-কাকদ্বীপ-নামখানা-পাথরপ্রতিমা, গোসাবা-বাসন্তী-ডায়মন্ড হারবার, বজবজ-বারুইপুর তছনছ করে মহানগরী তিলোত্তমা কলকাতাতেও দাপিয়ে বেড়িয়েছে আম্ফান। এত দীর্ঘ

সময় ধরে চলা দামাল ঝড় ও বৃষ্টির যুগলবন্দী রাজ্যবাসী কবে দেখেছে বা শুনেছে, কিছুতেই মনে করতে পারছিল না। সুন্দরবনের বাদাবন এলাকার মাটির ঘর বলতে আর কিছু নেই। নদী বাধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে দীর্ঘ এলাকা। চাষের জমিতে নোনা জলের ভ্রুকুটি। পানের বোরজ লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। করোনার আতঙ্কে ও লকডাউনের জেরে ইতিমধ্যেই মানুষের ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। তার ওপর এই আম্ফানের জেরে যে ক্ষয়ক্ষতি হলো, তার বিরুদ্ধে মানুষ কীভাবে লড়াই করবে, এই চিন্তায় দিশা হারা। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ইতিমধ্যেই এলাকা পরিদর্শন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক ভাবে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ এরপর তিনের পাতায়

কোভিডের টিআরপি কাড়ল আম্ফানের আস্ফালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আম্ফান ঝড়ে জর্জরিত হল কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা ৮৬। কলকাতা মহানগরীতেও মৃতের সংখ্যা কম নয়। আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির জন্য নেহাত আগাম বলা গিয়েছিল ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু কোথায় হতে পারে। সেজন্যই বেঁচে গেল লক্ষ লক্ষ মানুষ। সময় মতো তাদের বিভিন্ন আশ্রয়স্থলে সরিয়ে দিতে পারার জন্যই হল প্রাণহানি থেকে রক্ষা মিলল। কিন্তু, গ্রামীণ জীবন, নগর সভ্যতা, কৃষিকার্য, ক্ষেতখামারি, গরিব মানুষের আচ্ছাদন সব কিছু কেড়ে নিল আম্ফান দৈত্য। ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে লক্ষ কোটির ঘরে। হয়তো আরও বাড়তেও পারে।

এমতাবস্থায় রাজ্যকে সম্পূর্ণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাঠে নেমেছে কেন্দ্রও। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরেজমিনে ক্ষতির পরিমাপ করেছেন। রাজ্য ও কেন্দ্র বুঝিয়ে দিয়েছে এখনও পর্যন্ত তাঁরা যৌথভাবেই রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিতে চায়। যদিও কোভিডের মতো সেই সমন্বয় পরবর্তীকালে ঘেঁটে যাবে না তো? এই প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যবাসীই।

অল্পের জন্য গোল মিস করা

ঝড়ের দাপটে তছনছ। ১১৭ নং ওয়ার্ডের সমসাময়িক ছবি। গাছ পড়ে ভেঙে গেছে বাড়ি, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন গোটা পাড়া। ছবি ঃ সুব্রত বিশ্বাস

ফুটবলার গড়ের মাঠ প্রচুর দেখেছে। গোলকিপারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার দূরত্ব থেকে গ্যালারিতে উড়িয়ে দেওয়ার খেলাও অনেক হয়েছে। বস্তুত, বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে এর জন্য বদনামের লেবেল সাঁটিয়ে ঘুরতে হয়েছে।

টার্গেট মিস করা ঝড় সম্পর্কে আমাদের কি কোনও ধারনা আছে? আজকের উন্নত প্রযুক্তির জমানায় দাঁড়িয়ে আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণীও অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। কিন্তু, এমন একটা যুগ ছিল যখন প্রেডিকশন মিসের রমরমা চলত। ধরুন আবহাওয়া দফতর থেকে বলা হল অমুক দিন তমুক জায়গায় মারাত্মক ঝড় আসবে বা প্রবল বৃষ্টিপাত হবে। দেখা যেত সেদিন ঝড় বা তুফানের লেশমাত্র দেখা যেত না সেখানে। বৃষ্টির ভবিষ্যতবাণী করার দিন আবার শুখা থাকত সেই অঞ্চল।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে বারংবার সৌভাগ্যের সরণিতে হাঁটত। প্রত্যেকবারই শোনা যেত ভয়ঙ্কর ঝড় আসছে। ধ্বংসলীলা চালাতে চলেছে বঙ্গভূমি তথা তিলোত্তমায়। উদাহরণ হিসাবে জুজুবুড়ির মতো ঝুলিয়ে ধরা হত সতেরোশো, আঠেরোশো এবং উনিশশো শতকের কিছু প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝার কথা। কিন্তু, আদতে দেখা যেত ওইসব ভবিষ্যতবাণী পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কলকাতার বদলে সেই ঝড় বা তুফান গিয়ে প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারন করেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকূলবর্তী জেলায় বা ওড়িশা-অন্ধ্রতে। বেঁচে যেত আমাদের প্রিয় কল্লোলিনী কলকাতা।

এবারে কিন্তু যাবতীয় ছক উলটে গেল। যদিও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ধরে আবহাওয়া দফতর এখন প্রচুর উন্নত। সেই প্রেক্ষাপটেও কিন্তু গত এক বছরে ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত দু-দুটো তাজা ভবিষ্যতবাণী কলকাতার ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল। ২০১৯-এর মে মাসে ফণী এবং ওইবছরেরই শেষ লগ্নে বুলবুল। দুবারই বলা হয়েছিল কলকাতা সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। যদিও দেখা গিয়েছিল ওড়িশা এবং বাংলাদেশেই তার প্রভাব বেশি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুরের একটা অংশ ক্ষতির মুখে পড়লেও কলকাতাবাসী রেহাই পেয়েছিল। অথচ প্রবল ঝড় আসার ভয়ে অনেকেই বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছিলেন। খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য আধিকারিকরাও কন্ট্রোল রুম থেকে পরিস্থিতির ওপর সব ধরনের নজরদারি চালিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ফণী ও বুলবুল উভয়ই সেই গড়ের মাঠের কুখ্যাত ফুটবলারদের মতো অল্পের জন্য টার্গেট মিস করে কলকাতাকে রক্ষা দিয়েছিল।

এবার কিন্তু সপাটে ঝাঁপিয়ে পড়ল আম্ফান। তাইল্যান্ডের দেওয়া নাম অনুযায়ী তিনি নাকি উমপুন। আবার অনেকের মতে থাইল্যান্ডের জনগণ 'ফ' এর উচ্চারণ উহ্য রাখে বলে তিনি আমপান। যাইহোক আম্ফান যে আস্ফালন দেখিয়ে গেল গত ২০ মে বুধবার তা কিন্তু আগামী দিনের ক্ষেত্রে রেকর্ড হিসাবেই গণ্য হবে। ওই শচীন, কোহলিদের কীর্তিস্থাপনকে যেমন আমরা নমুনা হিসাবে সামনে রাখি সেরকমই আর কি। ১৭, ১৮,বা ১৯ শতকের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যারা দেখেন নি তাদের সামনে আম্ফান ভয়ঙ্কর এক স্মৃতিক্ষত হয়ে থেকে থাকল।

বাংলা পিএম কিষাণ বিহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ মে থেকে করোনা পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের 'বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ' বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ইন্দিরা গান্ধির পর দেশের দ্বিতীয় মহিলা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এদিকে কেন্দ্রের এই 'বিশেষ আর্থিক প্যাকেজে'র প্রশংসা করে ফের রাজ্যে সরকারের সমালোচনা করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। টুইটারে জগদীপ ধনখড় লিখেছেন কৃষিজীবী পরিযায়ী এবং হকারদের কষ্ট লাঘব করার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপ করেছেন তা প্রশংসনীয়। কৃষিজীবীগণ 'কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে'র মাধ্যমে দু'লক্ষ কোটি টাকার রেয়াতি ঋণের সহায়তা পাবেন। হকাররা কার্যকরী মূলধনের জন্য শুরুতেই ১০ হাজার টাকা করে ঋণ পাবেন। পরিযায়ীরা দু'মাস বিনামূল্যে রেশন পাবেন। জনপ্রতি মাসিক পাঁচ কেজি করে শস্য এবং পরিবার প্রতি এক কেজি করে ছোলা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে 'পিএম কিষাণ' চালু করুন। যাতে রাজ্যের ৭০ লক্ষ কৃষিজীবী মানুষ 'কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে'র মাধ্যমে তাঁদের প্রাপ্য রেয়াতি আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। 'পিএম কিষাণ ক্রেডিট কার্ড' চালু না করার ফলে রাজ্যের ৭০ লক্ষ কৃষিজীবীর ইতিমধ্যেই সাত হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। যদিও সারা দেশ জুড়ে কৃষিজীবীরা এর সুফল উপভোগ করছেন। আর বাংলা চাষি ভাইয়েরা শূন্য হাতে রয়েছে।

এবার বসবে ঝড় প্রতিরোধী গাছ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গে ২০তম অতি তীব্র সামুদ্রিক আমফানের দমকা হাওয়ায় কলকাতায় ছোট-বড়ো মিলিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কমবেশি সাড়ে পাঁচ হাজার গাছ হয় ভেঙে পড়েছে নয়তো উপড়ে গেছে। কোনও প্রশাসকের কারোই ক্ষমতা নেই যে এই এতো সংখ্যক গাছকে একদিকে প্রধান রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার। যার আছে তিনি নিশ্চিত ভগবান। বেশি গাছ পরেছে বরো নম্বর : ৪ (ওয়ার্ড : ২১-২৮, ৩৮-৩৯), বরো : ৭ (ওয়ার্ড নম্বর : ৫৬-৫৯, ৬৩-৬৭), বরো : ৮ (ওয়ার্ড নম্বর : ৬৮-৭০, ৭২, ৮৩-৮৮, ৯০), বরো : ১২ (ওয়ার্ড নম্বর : ১০১-১০২, ১০৫-১০৯) ও বরো ১৬ (ওয়ার্ড নম্বর : ১২৩-১২৬, ১৪২-১৪৪)। নিউ আলিপুর, বেহালা, সিআর অ্যাভিনিউ, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ, কসবা, চেতলা, হেস্টিংস, ওয়েলিংটন, পর্ণশ্রী, সার্দান অ্যাভিনিউ কলকাতার প্রায় সর্বত্র কমবেশি গাছ পড়েছে। আমফান উপড়ে যাওয়া গাছ পিছু ১০টি গাছ লাগানো হবে। এবার কলকাতায় ঝড় প্রতিরোধক গাছ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে 'মাস্টার প্ল্যান' তৈরির সময় পরিবেশ ও বন দফতর ও পুর কলকাতা পুরসংস্থা ৩০ মে বৈঠকে আলোচনা করবে। দ্রুত এই পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

ঝড়ের পরের দিন ঠিকঠাক খায়নি ওরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এমনিতেই করোনায় জর্জরিত সারা দেশ। মার্চের মাঝামাঝি থেকে বন্ধ মানুষের ভিড় হবে এমন জায়গা। সেই তালিকায় অবশ্যই রয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানা। যদিও মার্চ-এপ্রিল বা তার পরের মাসগুলিতে খুব কম সংখ্যক লোকই যায় কিন্তু এ বছর একেবারেই শূন্য। আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু তার ওপর আবার ২০ মে-র আমফানের তাণ্ডব ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি ক্ষতি হয়েছে আমফানের দাপটে। ৩৫টি বড় বড় গাছ পড়ে গিয়েছে যে গুলির বয়স ৫০ বছরের বেশি। বাঘের খাঁচায় গাছ উলটেছে। উন্মুক্ত জায়গায় যেখানে বাঘা ঘোরাঘুরি করে তার ঠিক সামনেই দুটি গাছ পড়ে গেছে। হরিণের খাঁচার মধ্যে একটি বট গাছ পড়ে গিয়েছে যা

দুটি হরিণের খাঁচার মধ্যখানের পাঁচিলের ওপর পড়ে সেটি নষ্ট করে দিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাস্তার ওপরেও গাছ পড়েছে। উট পাখির খাঁচার ওপর একটি গাছ পড়ায় সেটিও পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই উটপাখিকে সেই খাঁচা সংলগ্ন ঘরে ঢুকিয়ে রাখা রয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা আশিস সামন্ত জানান, তারা চেষ্টা করছেন কিছু গাছকে আবার পুনঃস্থাপন করা যায় কিনা। নচেৎ কেটে সরিয়ে ফেলা হবে। যেহেতু এতোগুলো গাছ পড়ে গিয়েছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য গাছ পোঁতারও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্রই যে জিনিসগুলি নষ্ট হয়েছে সেগুলিকে ঠিক করে ফেলা হবে। তিনি এও জানান, পরিযায়ী পাখিরা যে গাছে এসো বসতো সে গাছটির তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। তাই দর্শকদের মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই। কারণ পরিযায়ী পাখিরা সময়মতো সেই গাছে আশ্রয় নিতে পারবে। তিনি আরও বলেন যে বিভিন্ন গাছগুলি কুমিরের, বাঘের বা হরিণের খাঁচায় পড়েছে সেগুলি বরাত জোরে কোনও পশুপাখিরই ক্ষতি করতে পারেনি। ঝড়ের সময় সব হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের ঘরের মধ্যে তালাচাবি দিয়ে রাখা ছিল। যদিও পাখিরা ঝড় চলাকালীন প্রচণ্ড চেঁচামেচি করেছে এবং পশুপাখি দুইই ঝড়ের পরের দিন ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া করেনি হয়তো আতঙ্কে। তবে তারপর থেকে আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে তারা। এখন শুধু অপেক্ষা করোনা সংক্রমণকে জয় করে আবার কবে চিড়িয়াখানা খুলবে। কবে আবার দর্শকরা তাদের এরপর তিনের পাতায়

ছবি ঃ কৌনিশ ভট্টাচার্য

বোটানিক্যালের গর্বের বট ক্ষতিগ্রস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ লকডাউনের ৬০ দিনের মাথায় ২১ মে থেকে সবচেয়ে বেশি ছাড়ের সুযোগ করে দিয়েছিল রাজ্য প্রশাসন। অথচ সূর্যের আলো ফুটতে হাওড়া টাউনবাসী দেখলো একটা অচেনা অজানা শিবপুরস্থিত বোটানিক্যাল গার্ডেন। প্রবেশ পথ আটকে প্রায় আধা কোমায় চলে যাওয়া এতোদিনের চেনা গার্ডেন। বহু প্রাচিনগাছটি মাটিতে পড়ে গেছে। অন্যতম আকর্ষণ ২৭০ বছরের প্রাচীন মহাবটের ৪১টি ঝুড়ি মাটিতে ধরাশায়ী। পুরোপুরি মাটি থেকে উপড়ে গেছে। বেশ কয়েকটি শাখা ডাল ভেঙে পড়েছে। কল্পতরু (আফ্রিকান বাওবা), বেশ কিছু পাম গাছ, বিদেশি মেহগনি, ম্যাড ট্রি, প্রচুর ঝাউ ও পাইন গাছ সহ প্রায় হাজার খানেক গাছ উপড়ে পড়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিক ভাবে নিরুপণের জন্য প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। এদিকে আমফানের তাণ্ডবে কলকাতা মহানগরে প্রায় ১৪ হাজার গাছ উপড়েছে বলে পুর গার্ডেন ও আর্বান ফরেস্ট্রি দফতরের প্রশাসক দেবাশিস কুমার জানান। কলকাতা নগরোন্নয়ন দফতরের হিসেবানুযায়ী দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস রবীন্দ্র সরোবরে মোট ২২০টি গাছ হয় উপড়ে গেছে, নয়তো ডাল ভেঙে পড়েছে। অপরদিকে পূর্ব কলকাতার সুভাষ সরোবরের ৫০টির মতো গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৩০ মে – ০৫ জুন, ২০২০

ঘরের মানুষ

স্ত্রী পরিবারের করুণ ডাক উপেক্ষা করে মা বাবাকে চোখের জলে ভাসিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল মরদের দল নুন ভাতের বদলে ডাল ভাতের আশায়। এ রাজ্যে আর কিছুই হবে না। তাই স্ত্রী–সন্তানের মুখচ্ছবিকে বুকে ধরে শুধু রোজগারের আশায় কেটে গেছে কত বসন্ত রজনী। পেটের টান ভুলিয়ে দিয়েছে ঘরের টান। চাহিদা একটাই, আর একটু খাটনি, আর একটু রোজগার। করোনার থাবায় এল লকডাউন, বন্ধ হল সেই রোজগার। প্রতিদিন বেঁচে থাকা মালিকের দয়ার দানে। বিনা কাজে কে খাওয়াবে কতদিন? আর মন সয় না। এবার ফিরতেই হবে যেভাবে হোক। ভাঙতেই হবে লকডাউনের শৃঙ্খল। বে–রোজগেরে ঘরে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে প্রিয়া, কেঁদে উঠছে সন্তান।

নিরুপায় পা নামে শুনশান পথে। বাধা হয়ে দাঁড়ায় সরকার নামে গণতন্ত্রের প্রতিমূর্তি তার লাঠিসোটা নিয়ে। যাদের দায়িত্ব ছিল খাদ্য যোগানোর তারা দিল ঘাড় ধাক্কা। যাও, যে যেখানে আছ। ঘরে ফেরা হবে না। ছড়াবে করোনা। তবু পরম্পরার পথ ধরে জিতে যায় মরদের জোট। প্ল্যাটফর্মে রেলগাড়ি আসে। আশা জাগে মনে। উতলা হয়ে ওঠে প্রিয়ার বুক, মায়ের হৃদয়। আসছি আমি। বার্তা যায় মেসেজ, হোয়াটস অ্যাপে। হঠাৎ থেমে যায় আশা। রাজ্য চাইছে না ফিরতে হবে দেরি। কেন?

৩৪ বছর ধরে যে সরকারটা শ্রমিককে কুলি আর একশ দিনের ভিখারি মজুরে পরিণত করেছে পরিবর্তনের পর সেই সরকারটাই জানিয়ে দিয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকেরা সব করোনার প্রতিমূর্তি। ফিরলেই সর্বনাশ। রোজগার তো দূরঅস্ত। খেতে দিতে হবে এদের। চিকিৎসা করতে হবে এতসব বেহায়া বাঙালির। তারপর এরা এসে কোথায় ভোট দেয় কে জানে। এতদিন এই পরিযায়ী ভোটগুলো কেনা বেচা চলেছে অবাধে। এত শত ঝক্কি পোয়াতে চায় না সরকার। ঘরের মানুষকে চিনতে চায় না নেতারা, দাদারা। তাই এই তফাত যাওয়ার খেলা।

তবু বুক বাঁধে। তিনদিন বাদে ফিরব তো একদিন। এবার ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। আসছে সেদিন। হিসাব নিতে হবে কড়ায় গন্ডায়। কাজ যোগাবার মুরদ নেই ঘরে ফিরতে বাধা। ঘরে ঘরে জোট বাঁধছে জেদ। প্রত্যয়। দুনিয়ার মজদুর এক হও।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র পাঁচ

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।৪।।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সচল এবং অচল। তিনি বহু দূরে রয়েছেন, আবার সন্নিকটেও অবস্থান করছেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাইরে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা যে অপ্রাকৃত কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন আর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধী কথা উল্লেখ করে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রমাণ করা হয়েছে। তিনি সঞ্চরণশীল এবং সঞ্চরণশীল নন। এই প্রকার পরস্পর–বিরোধী কথা উল্লেখ করে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রমাণ করা হয়েছে। তিনি সঞ্চরণশীল এবং সঞ্চরণশীল নন। এই প্রকার পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে ইঙ্গিত করে। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমরা এই ধরনের পরস্পর বিরোধী উক্তির সমন্বয় সাধন করতে পারি না। আমাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা আমরা কেবল ভগবান সম্বন্ধে কিছু কল্পনা করতে পারি। মতবাদ সম্প্রদায়ের নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের নির্বিশেষ কার্যকলাপ মাত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁর সবিশেষ রূপকে বাতিল করে দেন। কিন্তু ভাগবত সম্প্রদায় ভগবানের সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় রূপকেই স্বীকার করেন। ভাগবতগণ তাঁর অচিন্ত্য শক্তিসমূহকেও স্বীকার করেন, কেন না এই শক্তিসমূহকেও স্বীকার করেন, কেন না এই শক্তিসমূহ ব্যতিরেকে 'পরমেশ্বর' কথাটির কোন অর্থই হয় না।

যেহেতু আমরা ভগবানকে স্বচক্ষে দর্শন করতে পারি না, আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, তাই ভগবানের কোনও সবিশেষ সত্তা নেই। এই যুক্তি খন্ডন করে শ্রীঈশোপনিষদ আমাদের সতর্ক করেছেন যে, ভগবান যেমন আমাদের থেকে অতি দূরে তেমনি তিনি অতি নিকটেও অবস্থান করেন। ভগবানের ধাম জড় আকাশ থেকে বহু দূরে এবং এমন কি এই জড় আকাশ পরিমাপ করার কোনও উপায় আমাদের জানা নেই।

জড় আকাশ যদি বহু বহু দূর বিস্তৃত হয়, তা হলে জড় আকাশের অতীত চিদাকাশকে জানার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। চিদাকাশ যে জড় ব্রহ্মাণ্ডের বহু দূরে অবস্থিত, তা ভগবদগীতায়ও (১৫/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু ভগবান এত দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, মুহূর্ত মধ্যে তিনি বায়ু অথবা মন অপেক্ষা দ্রুত গতিতে আমাদের কাছে আবির্ভূত হতে পারেন। তিনি এত দ্রুত চলতে পারেন যে, কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। এই বিষয়টি পূর্বোক্ত মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

তবুও ভগবান যখন আমাদের কাছে আবির্ভূত হন তখন আমরা তাঁকে অবজ্ঞা করি। ভগবগীতায় পরমেশ্বর ভগবান এই বিচার–বুদ্ধিহীন অবস্থার নিন্দা করে বলেছেন যে, মূর্খরাই কেবল তাঁকে মরণশীল ব্যক্তি বলে অনুমান করে উপহাস করে। (গীতা ৯/১১) তিনি মরণশীল ব্যক্তি নন, তেমনই তিনি আমাদের সামনে জড়া প্রকৃতিজাত দেহ নিয়ে আবির্ভূত হন না।

ফেসবুক বার্তা

করোনাত্তর যুগের শেয়ারনামা ও লগ্নির ভবিষ্যত

পার্থসারথি গুহ ঃ

করোনা পূর্ব জমানায় ভারতীয় শেয়ার সূচকদ্বয় ছিল তুঙ্গি অবস্থানে। শুধু তুঙ্গে থাকাই নয়, যাকে বলে সর্বোচ্চ জায়গায়। ১২ হাজারের উর্দ্ধে। প্রায় সাড়ে ১২ হাজারের কাছাকাছি। পাশাপাশি, সেনসেক্সও প্রায় ৪৪ হাজারের কাছে। যথারীতি এক্ষেত্রেও রেকর্ড। আর করোনা পরবর্তী যুগে নিফটি ৯–সাড়ে ৯ হাজারের কাছে ঘূণচক্কর কাটছে। অন্যদিকে, সেনসেক্সও ৩১–৩৩ হাজারের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। যদিও প্রাথমিক ধাক্কায় ভারতীয় নিফটি সূচক সাত–সাড়ে ৭ হাজারের কাছে এসে গিয়েছিল। সেনসেক্স ২৬ হাজারের কাছে। যাকে বলে বিপদসীমা ছুঁইছুঁই। সেই সূচকজোর পরবর্তীতে কোভিডের সঙ্গে মানবজীবনের মানানসই হয়ে ওঠার মতোই একটা জায়গায় গিয়ে থিতু হয়েছে। নিফটির ক্ষেত্রে যে জায়গাটা ৯ হাজারি আর সেনসেক্সের ৩২–৩৩ হাজারের ঘর। এই লক্ষ্মণরেখা হয়তো ভাঙবে বা অতিক্রম করে ওপরে ওঠার চেষ্টাও চলবে সমানতালে। কিন্তু সেসবই হবে বিবর্তনের ঘাত–প্রতিঘাতের পথ ধরে।

মোদ্দা কথা হল করোনার সঙ্গে রপ্ত হয়ে বেঁচে থাকার লড়াই চালানো। আদিম যুগে মানুষ যখন জঙ্গলে থাকত তখন হিংস্র জন্তু–জানোয়ারদের সঙ্গে হরদম লড়াই করে বাঁচতে হত। এখনকার জমানায় করোনা, ইবোলা, ডেঙ্গু, একের পর এক ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ , ভূমিকম্প, সুনামির সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ব্যাপারটা হরেদরে সেই এক। অর্থাৎ, স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্স। বেঁচে থাকার এই লড়াইয়ে শত্রুকে প্রতিনিয়ত কোনঠাসা করে তুলতে মানুষ নানা প্রক্রিয়া নিয়ে চলেছে। হিংস্র জন্তুদের বিনাশের জন্য যেমন তীর–ধনুক, তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্রের সংযোজন ঘটেছে, তেমনই করোনাকে মাঠের বাইরে ফেলতে মানবাস্ত্র এখন মাস্ক, গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ বিবিধ পদ্ধতি।

দুনিয়া জুড়ে অর্থনৈতিক বাজারেও এই লড়াই চলবে। এই লড়াই হল বাজারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। এদেশ বলে নয় আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া সহ দুনিয়ার সব অর্থবাজারই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের গড় উৎপাদন বৃদ্ধি বা জিডিপিও ক্রমে তলানিতে পৌঁছাবে। কিন্তু, সেই দেওয়ালে পিঠ ঠেলে যাওয়া অবস্থা থেকে চিরকালই একটা পাল্টা আসে। সেই প্রতিঘাতের খেলা এখন শুরু করেছে অর্থবাজার। ভারতের শেয়ার বাজারও এই লড়াইয়ে শামিল।

এখন দেখতে হবে কতগুলি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের দিকে। নির্দিষ্ট লেবেলগুলো অর্থবাজার ভাঙছে কিংবা পার করতে সক্ষম হচ্ছে সেদিকেও নজর রাখতে হবে আগামী দিনগুলিতে। ফলে ভারসাম্য বজায় রাখার এই মন্ত্রকে সামনে রেখে এগোতে হবে অর্থনীতির দুনিয়াকে। কি ভারত , কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।

কিছুদিন আগেই সংশোধনীর কথা হচ্ছিল ভারতের বাজারে। এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছিল। ১২ হাজারের ওপরে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছিল,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ১২ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো এই সংশোধনীর হাত ধরে ১০ শতাংশ নিচে এসে ১১, সাড়ে ১১ হাজার হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ কিছুদিন আগেও বলে চলেছেন, কারেকশন মানে ২–৩ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। করোনা এসে অবশ্য সেইসব হিসেব পুরো গুলিয়ে দিয়েছে।

এবার সাড়ে ১২ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১৩ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়।

সাম্প্রতিক অতীতে যে সব ফার্মা কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছিল তারা হয়তো এবারের লড়াইয়ে ফের নেতৃত্ব দিতে পারে। যখন মনে হবে বাজারের কারেকশন ইজ ওভার তখন বাকি ১৫০টা এস্টিমেটেড শেয়ার কিনে ফেলুন ফটাফট। অন্তত বছর খানেক থেকে বছর দুয়েকের মধ্যে এইসব নিচে আসা ওষুধের শেয়ার যে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে না তা কী এখন থেকে বলা যায়।

কোভিড টেস্টে অবহেলার কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড টেস্টের ক্ষেত্রেও অবহেলার চোখে দেখা হচ্ছে কোচবিহার জেলাকে, অভিযোগ উঠছে এমনই। জেলা থেকে সহস্রাধিক মানুষের লালারসের নমুনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলেও এখনো পর্যন্ত রিপোর্ট এসে পৌঁছয়নি প্রায় ১৮৫০ জনের। আর এনিয়েই প্রতিনিয়ত ক্ষোভ বাড়ছে কোচবিহারবাসীদের মধ্যে।

কোচবিহার শহরে নেতাজি সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়াম সহ কোচবিহার পলিটেকনিককে রূপান্তরিত করা হয়েছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক এই জেলায় প্রবেশ করছেন তাদের একটা বড় অংশকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলিতে এবং এখানে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই সমস্ত কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকা আবাসিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হওয়ার পর চিকিৎসকরা তাদেরকে সংশ্লিষ্ট সেন্টার থেকে বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের। সরকারিভাবে তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। সেই মুহূর্তে পলিটেকনিকের এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন ২১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই মুহূর্তে গোটা জেলায় ৪৭টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার সহ হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন মোট ৪০হাজার ১৩৭জন। তবে ইতিমধ্যে ১৫হাজার ৪৪২জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ও হোম কোয়ারেন্টাইন থেকে। এছাড়াও জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, গোটা কোচবিহার জেলায় কোভিড টেস্ট এর জন্য লালা রসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৫৪৮৭জনের। এর মধ্যে ৩৬৩৮জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে কোভিড টেস্ট পজিটিভ এর কোনও খবর এই মুহূর্তে পাওয়া যায়নি। তবে ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র থেকে চিকিৎসা করিয়ে ফেরার পথে মৃত বাংলাদেশী যুবকের দেহ সংক্রমণ ধরা পড়ে এবং তার সাথে থাকা তার বাবার নমুনা টেস্ট পজেটিভ ছিল। আর ১৮৪৭জনের লালা রসের নমুনার রিপোর্ট এখনও আসেনি বলে জানা গেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এই কোভিড টেষ্টের ক্ষেত্রে রয়েছে অত্যাধিক চাপ। যে পরিমাণে লালারসের নমুনা প্রতিদিন যাচ্ছে এই মেডিকেল কলেজে, তা পরীক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই এখানে। আর এই কারণেই লালা রসের রিপোর্ট আসতে বিলম্ব হচ্ছে।

লাগাতার লড়াই শেষে মিলল সাফল্য: সঙ্গী আলিপুর বার্তা

দেবাশিস রায় : সেদিন ছিল ১৮ মে। সাত সকালেই কয়েকজন যুবক হাতে বিস্কুট, মুড়ির প্যাকেট নিয়ে টলমল পায়ে পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সকলেরই চোখে–মুখে রাতজাগার ছাপ স্পষ্ট। ক্লান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মাঝেমধ্যেই রাস্তায় বসে পড়লেও তাঁরা ছিলেন লক্ষ্যে অবিচল। এভাবেই দুঃসহ পরিস্থিতি ও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কয়েকশো কিমি পথ হেঁটে আপন আপন ঘরে ফিরতে চাইছিলেন ওরা। এই করুণ দৃশ্য সেদিন পথচলতি অনেকেরই চোখ এড়ায়নি।

কোচবিহারের ঘোকসাডাঙা থানার মাথাভাঙা ২ নং ব্লকের ঊনিশবিশা গ্রামের রিপন বর্মন, অজিত চৌধুরি, রমেন বর্মন, পবিত্র সরকার, সুজন বর্মন এবং বিধান ছেত্রী নদিয়ার কৃষ্ণনগরের পালপাড়ায় একটি কারখানার শিক্ষানবিশ শ্রমিক। কিন্তু, করোনার সংক্রমণের কারণে একটানা লকডাউনে ক্ষতির মধ্যে পড়ে কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় প্রত্যেকের পকেটে টান ধরে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভাড়াঘর ছেড়ে প্রত্যেকেই গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু, ১৭ মে তাঁরা রাস্তায় নেমে লকডাউনের কারণে কোনও ট্রেন কিংবা যানবাহন না পেয়ে হেঁটেই কোচবিহারের পথে রওনা হন। রাতভর হাঁটার পর প্রায় ৬০ কিমি দূরে পরদিন সকালে পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট ফাঁড়ির পুলিশ এই প্রতিবেদকের কাছ থেকে খবর পেয়ে বছর ২০–২৫ বয়সী ওই যুবকদের বিকিহাট এলাকা থেকে উদ্ধার করে। সেখানে ওই শ্রমিক যুবকদের বিশ্রাম ও খাবারদাবারের ব্যবস্থা করেন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ব্রজগোপাল হালদার। পরে তিনি তাঁদের কোচবিহারের বাড়িতে ফেরানোর জন্য যথাবিহিত উদ্যোগীও হন। কিন্তু, বাড়ি ফেরার জন্য নিশ্চিতভাবে বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত সেদিনই পুলিশ ওই যুবকদের কাটোয়া কাশীরাম দাশ ইনস্টিটিউশনের ক্যাম্পে রেখে দিয়ে এসেছিল। এভাবেই সেখানে তাঁরা দিনের পর দিন কঠোর নজরদারির মধ্যে কার্যত ঘরবন্দি অবস্থায় থাকতে থাকতে অত্যন্ত মুষড়ে পড়ছিলেন। নিদারুণ এমন পরিস্থিতিতে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছিল একজন মানুষ হিসেবে ওই যুবকদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে প্রতিনিয়ত আশ্বস্ত করাটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একইসাথে তাঁদের কোচবিহারের বাড়িতে দ্রুত কীভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায় সে নিয়েও পুলিশ, প্রশাসন ও রাজ্যের এক মন্ত্রী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু, দিনের পর দিন অতিক্রান্তের পরেও সরকারি উদ্যোগে তাঁদের বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও বন্দোবস্ত না হওয়ায় ওই যুবকরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। খবর পেয়ে দুঃশ্চিন্তার মধ্যে কাটাচ্ছিলেন তাঁদের মা–বাবা, পরিজনেরাও।

অবশেষে খুশির খবরটা এল ২৪ মে সন্ধ্যাবেলায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি গাড়ির বন্দোবস্ত হল, তাঁদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ–প্রশাসনের অনুমতিও রাতারাতি মিলল। সমস্ত যথাবিহিত নিয়মের জটিলতা কাটিয়ে পরদিন সাতসকালেই তাঁদের কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা করানো সম্ভব হওয়ায় যুবকদের সকলের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠেছিল। আর নেপথ্যে থেকে এই কাজে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কাটোয়ার এসইউসিআই নেতা অপূর্ব চক্রবর্তী, দাঁইহাটের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতা শুভেন্দু সুমন দাস, কাটোয়ার খাসপুরের বাসিন্দা ডিওয়াইএফআই নেতা অমিত মণ্ডল এবং অবশ্যই গাড়ি চালক দাঁইহাট নিবাসী অনিমেষ কুমার। অনিমেষ অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে ৫৯৮ কিমি দূরত্বে ঘোকসাডাঙা থানায় ছয় যুবককে পৌঁছে দেওয়ার পর তাঁদের স্থানীয় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই রাতারাতি তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সকলকেই হোম কোয়ারান্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ।

শিক্ষানবিশ শ্রমিক রমেন বর্মন বলেন, দাঁইহাট ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিক অসহায় অবস্থায় রাস্তা থেকে আমাদের উদ্ধার করে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি খাবারদাবারের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি, আমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ারও উদ্যোগ নেন তিনি। একইসাথে পুলিশের পাশাপাশি আরও যাঁরা এই বিপর্যয়ের সময়ে আমাদের দিকে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। এই ক'দিনের কথা আমরা জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।

আমফানের প্রকোপে লন্ডভন্ড হাওড়া

সঞ্জয় চক্রবর্তী: আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছিল সরকারি ভাবে আমফান ঝড়ের । সেই মতো বুধবার দুপুর থেকেই ধীরে ধীরে তার প্রভাব পড়তে থাকে । জল ও দুরন্ত ঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হাওড়ার বিস্তির্ণ অঞ্চল । হাওড়া জগবল্লভপুর থানার অন্তর্গত সমস্ত গ্রামেই এর জেরে ক্ষতিগ্রস্ত । যেমন ফটিকগাছি বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে শুরু করে খাঁদারঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে থাকা গাছ পড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । পরে অবশ্য এলাকাবাসী ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাছ কাটার ফলে যানচলাচল স্বাভাবিক । কোথাও দোকানের চাল,আবার কোথাও ঘরের চাল কিংবা গাছ পড়ে বৈদ্যুতিক হোর্ডিং পড়ে তার ছিঁড়েছে । ইলেকট্রিকের তার ছেঁড়ার ফলে বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । পরে অবশ্য তা ঠিক করা হয় দ্রুততার সাথে । করোনা মহামারিতে যখন মানুষ নাজেহাল তখন এই ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় আমফানে সকলে দিশাহারা । এই ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতো তা এখনও জানা যায়নি । সময় বলবে ।

লকডাউনের ৪র্থ পর্বে কোভিড-১৯ ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের ৫৫ তম দিবসে সহনাগরিকদের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিচ্ছেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী।

নতুন করে করোনার থাবা কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও করোনা আক্রান্তের যোগ কোচবিহারে। করোনা আক্রান্ত মৃত যুবকের বাবার লালা রস পরীক্ষার পর জানা গেল তিনি করোনা আক্রান্ত। অর্থাৎ নতুন করে করোনা আতঙ্ক থাবা বসালো কোচবিহারে। তবে এক্ষেত্রে তার মায়ের লালা রস পরীক্ষার পর জানা যায় তার রিপোর্ট এসেছে নেগেটিভ।

মহারাষ্ট্র থেকে ক্যান্সারের চিকিৎসা করে কোচবিহারে ফিরবার পথে মৃত্যু হয়েছিল এই যুবকের। চলতি মাসের ১৯তারিখ তার দেহ কোচবিহারে আসার পর তার লালারস পরীক্ষা করে জানা যায় সে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিল। ২০ তারিখ খবর প্রকাশ্যে আসতেই এই যুবকের বাবা–মা সহ তাকে যে অ্যাম্বুলেন্সে করে আনা হয়েছিল তার চালক ও এদের সাথে সম্পৃক্ত সব অংশের মানুষজন কে কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে। কোচবিহার শহরের গোলবাগান এলাকায় তার আত্মীয় পরিজনদেরও কোয়ারান্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এরপরই মৃত যুবকের বাবা–মা এবং তার মরদেহ বহন করে নিয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্স চালকের লালারস পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। শুক্রবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশাসনের উদ্যোগে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালের মর্গ থেকে এই যুবকের মৃতদেহ বের করে নিয়ে যাওয়া হয় সৎকারের উদ্দেশ্যে। কোচবিহার ২নং ব্লকের বাইশগুড়ি এলাকায় স্থানীয়দের বাধাকে উপেক্ষা করেই প্রশাসনিক উদ্যোগে পোড়ানো হয় তার দেহ।

শুক্রবার তার বাবা–মায়ের লালারসের রিপোর্ট এসে পৌঁছায় কোচবিহারে এবং তাতেই দেখা যায় তার বাবার রিপোর্ট এসেছে পজিটিভ এবং মায়ের নেগেটিভ। এর পরই তড়িঘড়ি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এদের দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়িতে। এখানে করোনা আক্রান্ত এই ব্যক্তিকে রাখা হচ্ছে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করা একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এই মহিলাকে রাখা হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের আইসোলেশন সেন্টারে বলে এদিন জানান, কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান।

কোচবিহার পুরসভার মেয়াদ শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোচবিহার পুরসভার প্রশাসক হিসেবে শুক্রবার থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন বর্তমান চেয়ারম্যান ভূষণ সিং ও ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহেমদ । নতুন দায়িত্ব ভার নেওয়ার পর ফুলের তোড়া দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানান পুরসভা কর্মচারীরা । আগামী দিনে কোচবিহার শহরের মানুষের স্বার্থে কাজ করা হবে বলে দায়িত্ব গ্রহণের পর জানালেন ভূষণ সিং ।

গত বৃহস্পতিবার কোচবিহার পুরসভার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত পুরসভা গুলিতেই মেয়াদ শেষের প্রশাসক বসানো হচ্ছে । সেই মোতাবেক কোচবিহার প্রশাসনিক চেয়ারম্যান ভূষণ সিং ও ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহেমদ কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । শুক্রবার তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ।

কোচবিহার পুরসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর বৃহস্পতিবার সরকারের এই নির্দেশ এসে পৌঁছায় কোচবিহার পুর কর্তৃপক্ষের হাতে। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে এই বোর্ড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ভূষণ সিং কে এবং তার সাথে রাখা হয়েছে এই পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদকেও।

এদিন প্রশাসক হিসেবে দাযিত্বভার গ্রহণের পর কোচবিহার পুরসভার প্রশাসক ভূষণ সিং জানান, পুরসভার প্রত্যেক কাউন্সিলরকে সাথে নিয়ে কোচবিহার শহরের নাগরিক পরিষেবার কাজ ত্বরান্বিত করবেন তিনি। শুধু তাই–ই নয়য়, সরকারের সাথে কথা বলে এবং শহরের নাগরিকদের মতামত নিয়েই রাজ্য সরকারের ন্যস্ত দায়িত্ব সর্বতোভাবে পালন করবেন ভূষণ বাবু। শহরের উন্নয়নকে বহাল রাখাই একমাত্র লক্ষ্য থাকবে তার বলে এদিন জানান ভূষণ সিং।

সৎকার ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৃত করোনা ব্যক্তির দেহ সৎকারকে ঘিরে উত্তেজনা কোচবিহার ২ নং ব্লকের বাইশগুড়ি এলাকায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ শুক্রবার বিকালে করোনায় মৃত ১ ব্যক্তির দেহ সৎকার করা হচ্ছিল কোচবিহার ২ নং ব্লকের বাইশগুড়ি শ্মশানে। আর তাকে ঘিরে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। অভিযোগ, বাইরের কোনও করোনায় মৃত ব্যক্তির দেহ সৎকারের জন্য নিয়ে আসা হয় এই শ্মশানে। ফলে এলাকাবাসীদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। বিক্ষোভ যাতে আর ঘনীভূত হতে না পারে তাই প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয় এলাকা জুড়ে। নামানো হয় মহিলা পুলিশ। সূত্রের খবর অনুযায়ী দুদিন আগে বাংলাদেশের এক যুবক যিনি চিকিৎসা সূত্রে মুম্বই গিয়েছিলেন,ফেরার পথে তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে মৃত যুবকের দেহ কোচবিহার এসে পৌঁছলে তার লালারস পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় এবং যুবকের রিপোর্টে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। যেহেতু বাংলাদেশী ওই যুবকের আত্মীয়র বাড়ি কোচবিহারে তাই রিপোর্ট আসার পরই প্রশাসনের তৎপরতায় আত্মীয়–স্বজন সহ ৮ জনকে কোভিড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী মৃত এই বাংলাদেশী যুবকের দেহ আজ নির্দিষ্ট সরকারি নিয়ম মেনে দাহ করার উদ্দেশ্যে কোচবিহার ২ নং ব্লকের বাইশগুড়ি এলাকার শ্মশানে নিয়ে যায় স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা। খবর চাউর হতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। তারা জানান, এভাবে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার পাশের শ্মশানে করোনা পজিটিভ ব্যক্তির দেহ দাহ করলে তার প্রভাব সমগ্র এলাকা জুড়ে পড়তে পারে এবং সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে এলাকার মানুষের মধ্যে। এমত অবস্থায় বিক্ষোভ সামাল দিতে তাই জেলা আধিকারিকরা প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করে। এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মাঝেই যদিও মৃত ব্যক্তির দেহ সৎকারে কাজ শুরু হয়। যদিও এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় নি।

কলকাতার রবিন্দ্র সরোবর লেক সংলগ্ন রাস্তায় গাছ পড়ে জনজীবন ব্যাহত, বিভিন্ন যায়গায় ছিল না বিদ্যুৎ। তাই দুই তরুন তরুনী তাদের বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে মোবাইল চার্জ দিতে।

শুরু হয়ে গিয়েছে বাস চলাচল, দূরত্ব বজায় রেখে যাত্রীদের সাথে চালকের মাঝে ফাইবারের পাঁচিল।

সাত বছরে পুর মহাধ্যক্ষ বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতা উত্তর কলকাতা মহানগরীর ইতিহাসে সর্বাধিক তাণ্ডবকারী সামুদ্রিক অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় আমফানের মধ্যেই কলকাতা পুরসংস্থার মহাধ্যক্ষের বদল হল। গত ২২ মে জনাব খলিল আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হলেন বিনোদ কুমার। তিনি ছিলেন সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরে। খলিল আহমেদ আপাতত পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব পদেই রইলেন। আমফানের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন জায়গায় পুর পরিষেবা নিয়ে জনতার তীব্র অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের জেরেই পুর মহাধ্যক্ষ বদল হল বলে সূত্রের খবর। সংযুক্ত কলকাতার চারদিকে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসের ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আমফানের তাণ্ডবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণে কলকাতা তৃতীয় স্থানে রয়েছে বলে বিশেষ সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, পুর কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ ছ'বছর। সূত্রের খবর, খলিল কলকাতা পুরসংস্থার মহাধ্যক্ষ হন ২০১৩–রও আগে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ত্রাণ সাহায্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ।

বজ্রাঘাতে মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ মে বিকালে মল্লারপুর থানার বিলাসপুর গ্রামে মাঠে ফুটবল খেলার সময়ে বৃষ্টি শুরু হলে আট যুবক গাছের তলায় আশ্রয় নেয় । গাছে বাজ পড়লে আটজন লুটিয়ে পড়ে । হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে দুজন এবং হাসপাতালে অন্য দুজনের মৃত্যু হয় । বাকি চার যুবক গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । মৃতরা হলো আস্তিক লেট,দীনেশ লেট,রাজেশ দোলুই,বাপন লেট । এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া । ১৩ মে সন্ধ্যায় ইলামবাজার থানার উদয়পুরে পদ্মা বাগ্দী,দুপুরে বালিজুড়ি গ্রামে অটোচালক কাজল দাস বাজ পড়ে মারা যায় । বৃষ্টির সঙ্গে ঘনঘন তীব্র বাজ পড়ায় উদ্বেগ বাড়ছে জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে ।

ঝড়ের পরের দিন ঠিকঠাক খায়নি ওরা

প্রথম পাতার পর

প্রিয় পশুপাখিদের দেখতে পাবে। কবে আবার দেখতে পাবে কথা ও কলিকে (মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া দুটি কাছিমের নাম)। কবে আবার বাঘের গর্জন শুনে এবং বানরদের কলা বা ছোলা খাওয়াতে পারবে মানুষ। তবে একটা কথা বলে রাখি আপনাদের প্রিয় পশু পাখিরা ভালো আছে, সুস্থ আছে চিন্তার কোনও কারণ নেই। তবে তারাও মানুষ দেখবার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। কারণ আমরা যখন এই প্রতিবেদনের জন্য ঘুরছিলাম খাঁচার সামনে দিয়ে তারা আমাদের দেখে হতবাক। ছুটে যেন চলে আসবে আমাদের কাছে। চোখের চাউনিতে এক অদ্ভুত আশা নিজেদের ভাষায় ডেকে যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। বিভিন্ন ভাবে আওয়াজ করে খাঁচার মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো অনেকদিন পর মানুষ দেখেছে বলে।

করোনায় দিলীপ মণ্ডলের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমার্জেন্সি রিলিফ ফান্ডের ব্যবস্থা করেছেন সবার কাছে আহ্বান

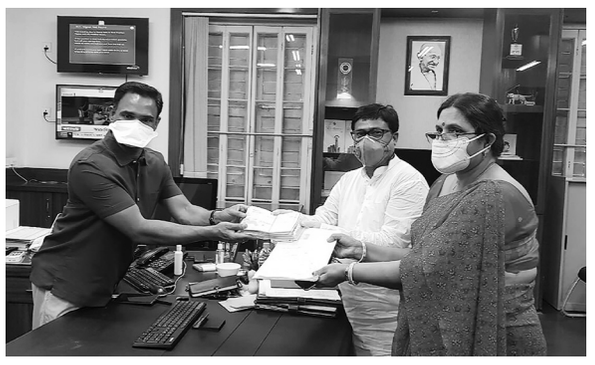

জানিয়েছেন যেন সবাই নিজের সামর্থ মতো এই রিলিফ ফান্ডে আর্থিক সাহায্য করেন। সেই মতো বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু মুসলিম জৈন ধর্মের মানুষ পাশাপাশি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী সবাই এগিয়ে এসে প্রায় ১২০০ লোক দিলীপ মণ্ডলের হাত দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএমকে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা তুলে দিলেন। দিলীপ বাবুর বক্তব্য, সবাই এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করবার জন্য। তিনি খুব খুশি এখানকার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এরকম এক কঠিন পরিস্থিতিতে তার বক্তব্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আরও টাকা দেবেন কারণ মানুষ এখনও সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে।

১১জন সদস্যর রিপোর্ট ভ্যানিশ

প্রথম পাতার পর

ওঠেন। ফোন মারফৎ পাড়া প্রতিবেশীকে তাদের নানা সমস্যার কথা জানান। কিন্তু এত দিন তো রিপোর্ট আসতে সময় লাগবে কেন? প্রশ্ন তোলেন ওই পরিবারের লোকেরা। গত ২৭ মে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ জানান, কেন রিপোর্ট আসছে না বুঝতে পারছি না। বিষয়টি তিনি মহকুমা শাসক ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককেও জানিয়েছেন বলে জানান। ডাঃ ঘোষ বলেন, যেহেতু ১৪ দিন গৃহ পর্যবেক্ষণে ওই পরিবার থেকেছেন, এবং সকলেই সুস্থ আছেন, তাই তাদের রিলিজ অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তবে নতুন করে ২৭ মে আবার তাদের সোয়াব টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে। যত দিন না রিপোর্ট আসে ততদিন, তাদের হোম কোয়ারাইটাইনে থাকতে বলা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল ওই পরিবারের রিপোর্ট ভ্যানিশ হয়ে গেল কি করে? বিশেষ করে যখন ওই পরিবারের একজনের মৃত্যু হয়েছে করোনায়, তখন তো গুরুত্ব সহকারে রিপোর্টটা করা উচিত ছিল। এত উদাসীনতা কেন? বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, ওই পরিবারের সদস্যদের নতুন করে সোয়াব টেস্ট হয়েছে। তবে কেন রিপোর্ট এল না বা ভ্যানিশ হয়ে গেল, এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে পারব না। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, দেখুন আমফান ঝড়ের জন্য সব লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। হয়তো রিপোর্টটা ভুল করে অন্য কোথাও চলে গেছে। যাই হোক নতুন করে ওদের সোয়াব টেস্ট করা হয়েছে। কাশীপুর–আলমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ–প্রধান সাগর দলুই জানালেন ওই পরিবারের সকলেই বাড়িতেই আছেন এবং ভালো আছেন।

‘আলিপুর বার্তা’র খবরের জের কুটির শিল্পীদের সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ০৯ – ১৫ মে ‘আলিপুর বার্তা’ পত্রিকায় ‘সঙ্কটে গ্রামীণ কুটির শিল্প’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় । সেখানে সিউড়ি–২নং ব্লকের পুরন্দরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের নিজুরী ভেড়ামারি গ্রামের ‘মহুলী’ সম্প্রদায়ের কুটির শিল্পীদের ২৫টি পরিবারের লকডাউনে দুর্দশার কথা প্রকাশিত হয় । খবরের নিউজ কাটিং ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় । ১৪ মে বিকালে ‘ভগৎ সিং বিরসা মুন্ডা মাস্টারদা’র আদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রযুবরা কলেজ শিক্ষক গোপীনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে নিজুরী ভেড়ামারি গ্রামে গিয়ে সামাজিক দূরত্ব মেনে মুখে মাস্ক পরে ‘মহুলী’ সম্প্রদায়ের কুটির শিল্পীদের ২৫টি পরিবারসহ

গ্রামের মোট ৫০টি পরিবারের হাতে পেঁয়াজ,আলু,চিনি,লবণ,মুসুরির ডাল,সোয়াবিন,সাবান তুলে দেয় । গোপীনাথ চৌধুরী বলেন, ‘‘আলিপুর বার্তা’ পত্রিকায় ‘সঙ্কটে গ্রামীণ কুটির শিল্প’ প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর খবরের নিউজ কাটিং সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । সেখান থেকে জানার পর সাংবাদিকের সঙ্গে যোগাযোগ করি । তারপর আমরা আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী আজ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ালাম ।’ স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাংবাদিক লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্মু বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জের খবর তুলে ধরার জন্য কলকাতার ৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘আলিপুর বার্তা’ এবং তার সাংবাদিককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ।

প্রীতিভোজ বাদ, দুঃস্থদের সহায়তা

অভীক মিত্র : সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক পরে খয়েরবুনি কালীমন্দিরে ৮ মে বোলপুরের জামবুনির বাসিন্দা ঋতবান দাসের সঙ্গে লাভপুরের খয়েরবুনি গ্রামের সরযূ পালের বিয়ে হয় । নবদম্পতির ইচ্ছানুযায়ী, বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান বাতিল করে কর্মহীন মানুষজনের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয় । ৯ মে রাজগ্রাম জনসংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ৪৫০জন মানুষের হাতে ডাল,সোয়াবিন,মটরকলাই,চিনি,সরষের তেল, মুড়ি,মাস্ক তুলে দেওয়া হয় । ১০ মে পুরন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজুরি গ্রামের সাওতাল ও মুহুলি সম্প্রদায়ের ৫০টি পরিবারের হাতে মুড়ি,মুসুরির ডাল,সরষের তেল,লবণ,সাবান তুলে দেয় সিউড়ি ‘আনন্দপুর সার্বজনীন দুর্গাপুজো সমিতি’ ।

১১ মে রামপুরহাট ১৪নং ওয়ার্ডের সমাজসেবী শাহাজাদা হোসেন (কিনু)র নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক মিলে ওয়ার্ডের প্রায় একশোজন বিধবা মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দেন । রবিবার কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের ভালুকা গ্রামে ‘পূর্বাঞ্চল কল্যাণ সমিতি’, ‘শ্রদ্ধা’ এবং ‘তিতলি’ – এই তিন সংস্থার উদ্যোগে দুশো আদিবাসী পরিবারের হাতে রান্না করা খাবার তুলে দেওয়া হয় । ঈদের খরচ বাঁচিয়ে রাজনগর পঞ্চায়েতসমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ নূরেতাজ খাতুন এবং স্বামী তৃণমূলের জেলা সদস্য মহম্মদ শরিফের পারিবারিক উদ্যোগে ১৬ মে সকালে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছয়শো দুঃস্থ পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয় ।

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় কী?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘন ঘন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির কারণ কী? এ বিষয়ে আবহবিদদের বক্তব্য কী? মৌসম ভবনের পূর্বাঞ্চলীয় (আলিপুর) প্রধান, উপমহানির্দেশক সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাবে সমুদ্র জলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তার প্রভাবেই বিশ্ব জুড়ে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা দুটোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই গরম সমুদ্রই গত এক দশকে ঘূর্ণিঝড়ের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে বলে তাঁর আভাস। সঞ্জীব বাবুর পর্যবেক্ষণ, ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টির জন্য জলতলের তাপমাত্রা

গুরুত্বপূর্ণ। তবে শক্তিশালী হওয়ার জন্য আরও বহু শর্ত প্রয়োজন। ‘বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত’ এখানে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। উষ্ণতার হ্রাস–বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলকে যে ছ'টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, তার বিভিন্ন স্তরে বাতাসের গতিবেগের ফারাক কম থাকাও একটি কারণ। প্রসঙ্গত, মে মাসে আমফানের সৃষ্টির আগে দক্ষিণ–পূর্ব বঙ্গোপসাগরের প্রায় সর্বত্র সমুদ্র জলতলের তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঘোরাঘুরি করছিল। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় ২৬.৫ ডিগ্রি বা তার বেশি তাপমাত্রা। এতটা উষ্ণ বঙ্গোপসাগর অনেকটাই অচেনা। আর এর দ্বারাই ঘূর্ণিঝড়ের ইঞ্জিন ভরপুর জ্বালানি পায়। এদিকে মাঝসমুদ্র ও উপকূল লাগোয়া সমুদ্রের মধ্যে জলতলের তাপমাত্রার তফাৎ বেশি না হওয়ায়, ঘূর্ণিঝড়ের শক্তিক্ষয় চোখে পড়ার মতো নয়।

অবশেষে ঘরে ফেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে ঘরে ফেরা। ১৮ মে রাত থেকে নিউ কোচবিহার স্টেশনে এসে পৌঁছতে শুরু করল বিভিন্ন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন। গতকালের পর আজও শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত দুটি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে প্রায় ৬০০ পরিযায়ী শ্রমিক এসে পৌঁছান নিজের মাতৃভূমিতে। লকডাউন ঘোষণার পর থেকেই পরিযায়ী শ্রমিকরা অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। লকডাউন এর প্রথম অবস্থায় প্রথম দিকে তারা যে যে স্থানে কাজ করতেন সেই মালিক পক্ষের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেলেও পরবর্তীতে তাদের তাকিয়ে থাকতে হতো বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দেওয়া দুবেলা দুমুঠো খাওয়া দিকে। যখন জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ শুরু হল তখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবার বাড়ি ফিরতে হবে পায়ে হেঁটে। হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্য থেকে তার নিজ শহরের দিকে যাওয়ার জন্য হাজারের পর হাজার কিলোমিটার পথ চলা শুরু করেছিলেন। ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা যেতে হয় প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিককে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রের সরকারের এই পরিযায়ী শ্রমিকদের আনা নিয়ে বিস্তর অশান্তির মাঝে শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে পরিযায়ী শ্রমিকরা ট্রেনে করে কোচবিহারে তাদের নিজের শহরে আসতে শুরু করলেন গতকাল থেকে। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে তাই কোচবিহার জেলা প্রশাসনের তৎপরতা ছিল অত্যন্ত তুঙ্গে। সমস্ত রকম দিক খতিয়ে দেখে

প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। নিউ কোচবিহার স্টেশন চত্বর জুড়ে ছিল রেল দপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। পরিযায়ী শ্রমিকরা ট্রেন থেকে নামার পর সুনির্দিষ্টভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর যদি তাদের মধ্যে কোনও রকম উপসর্গ দেখতে না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে বিশেষ বাস এর মাধ্যমে তাদের নির্দিষ্ট গ্রামে বা ব্লকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসন। দীর্ঘদিন আজ বেলা আধপেটা খেয়ে থাকার পর অবশেষে বাড়ি ফিরতে পেরে স্বভাবতই খুশির আনন্দ এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের চোখেমুখে। মঙ্গলবার অদ্ভুতভাবে একটি আস্ত ট্রেন শুধুমাত্র ৫জন পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে এসে পৌঁছলো নিউ কোচবিহার স্টেশন। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর অনুযায়ী মহারাষ্ট্র থেকে আসা ট্রেনটিতে নিউ কোচবিহার স্টেশনে কোচবিহারের একজন বাসিন্দা নামেন এবং বাকি পাঁচজন অসমের বাসিন্দা। তারাও এই একই ট্রেনে নিউ কোচবিহার স্টেশন এসে পৌঁছান। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর মহারাষ্ট্র থেকে নিউ কোচবিহার পর্যন্ত এই বিশেষ শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে নিউ কোচবিহারে মাত্র ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক এসে পৌঁছল বাকিরা তার আগের বিভিন্ন স্টেশনে নেমে পড়েন। স্বভাবতই একদিকে যেমন আনন্দ পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি এই শ্রমিকরা আসার ফলে নতুন করে কি দেখা দেবে কোনও সংক্রমণ? কোচবিহার জেলা জুড়ে এই প্রশ্নেই আতঙ্কিত জেলাবাসী।

নান্দাভাঙায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ মে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নান্দাভাঙা নিবেদিতা রুরাল ওয়েলফেয়ার সম্পাদক প্রণব সাউ জানান, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় মুর্মূষু রোগীদের বিশেষ

অর্গানাইজেশন এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। বৃষ্টিমুখর দিনেও ১১০ জন মানুষ রক্তদান করেন। প্রসঙ্গত ওই দিন বিকালেই আম্ফান ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছিল। সংগঠনের করে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে যাবতীয় নিয়ম কানুন মেনেই এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

সামালি বিবেক নিকেতন তছনছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ মে সন্ধ্যায় আমফান সাইক্লোনের প্রভাবে তছনছ হয়ে যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানাধীন সামালিতে অবস্থিত নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির অনাথ শিশু ও পশু আশ্রম বিবেক নিকেতন। ঝড়ের ধাক্কায় ভেঙে গিয়েছে প্রায় হাজার ফুট বাউন্ডারি পাঁচিল। উড়ে

গিয়েছে ৪০০ ফিটের মতো ঘরের টিনের চাল। পড়েছে অসংখ্য ফলের গাছ, ক্ষতি হয়েছে সবজি চাষের। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। যদিও আবাসিক সহ কোনও প্রাণ হানির ঘটনা ঘটেনি।

আম্ফানের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড

প্রথম পাতার পর

করেছেন। তবে এখন অনেক এলাকাই বিদ্যুৎহীন, পানীয় জলের ও ত্রাণের জন্য হাহাকার চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক করে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন। জেলার এক বিডিও জানালেন, পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়েছে। লেবার পাওয়া যাচ্ছে না। মুর্শিদাবাদ সহ অন্য জেলা থেকে শ্রমিক আনিয়ে কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রসঙ্গত ঝড় আসার আগে থেকেই কাকদ্বীপ–ক্যানিং ও ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় সিভিল ডিফেন্স ও এনডিআরএফের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ঝড়ের পরই তারা আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে উদ্ধার কার্যে নেমে পড়েন। তাই পরিস্থিতি বেশ কিছুটা সেখানে স্বাভাবিক হয়েছে। তবে আলিপুর ও বারুইপুর সাবডিভিশনে এই দুই উদ্ধারকারী দলকে সেভাবে দেখা যায়নি। আগামী দিনের সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিটি ব্লকেই যাতে মোতায়েন করা হয় সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসন নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন।

বন্যার আতঙ্কে ভুগছে বারেন্দা পরমানন্দ সেবাকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা, আম্ফানের আস্ফালনের পর এবারও বন্যার আশংকায় ভুগতে শুরু করেছে বারেন্দা পরমানন্দ সেবাকেন্দ্র। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার বারেন্দা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অজয় নদ। মানব সেবাই জীব সেবা, এই আপ্তবাক্যকে সম্বল করে দু' দশকেরও বেশি সময় আগে এখানে অজয় নদের কূলে মনোরম পরিবেশে প্রায় তিন বিঘা জমিতে গড়ে ওঠে পরমানন্দ সেবাকেন্দ্র। এখানে হোমে থেকে শিশু–কিশোররা পড়াশোনা করে, কম্পিউটার ও যোগ প্রশিক্ষণ নেয়। এলাকার বাসিন্দাদের জন্য চালু হয়েছে দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র।

প্রতিবছরই বর্ষায় অজয়ের দুই কূল ছাপানো জলে প্লাবিত হয় অসংখ্য গ্রাম। প্লাবনের কবল থেকে রক্ষা পায় না এই সেবাকেন্দ্রও। এবারতো গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো হাজির মারণ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত সমস্যা এবং সুপার সাইক্লোন আম্ফানের আঘাত। এই দুই বিপর্যয়ের ধাক্কায় কিছুটা হলেও বেসামাল পরমানন্দ সেবাকেন্দ্র। করোনার কারণে লকডাউনে এখানকার আবাসিক শিশু–কিশোররা দীর্ঘদিন সেবাকেন্দ্রের বাইরে বেরতে পারছে না। তাদের পড়াশোনা, খেলাধুলা সবই সেবাকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে। এমনকি, শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই সাহায্যের ডালি হাতে কার্যত এখানে আসতে পারছেন না। ফলে পরমানন্দ সেবাকেন্দ্রকে নিশ্চিতভাবে কিছুটা হলেও সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এদিকে আম্ফানের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখানকার ফলের বাগান সহ বেশ কিছু গাছপালা সহ ফসলের ক্ষেত।

তবে, এসব কিছু বিপর্যয় কাটিয়ে ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করলেও পরমানন্দ সেবাকেন্দ্রের পিছু ছাড়ছে না বন্যার ভ্রূকুটি। প্রতিবারই বর্ষায় অজয়ের জল দু'কূল ছাপিয়ে চারিদিক ভাসিয়ে দেয়। নদের ঘোলা জলে ভেসে যায় সেবাকেন্দ্র চত্বর। সেসময় দিনকতক ধরে খুবই সমস্যার মধ্যে কাটাতে হয় আবাসিক সহ কর্মকর্তাদের।

বারেন্দা পরমানন্দ সেবাকেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী নির্মলানন্দ গিরি বলেন, আমাদের এই সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কমিটির সভাপতি স্বামী নির্বেদানন্দ গিরি, সুপারিন্টেনডেন্ট শিবময়ী পুরী সহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমরা অনাথ, হতভাগ্য, বঞ্চিত শিশু – কিশোরদের জীবনে আশার আলো জাগাতে পারছি। এখানে নানাভাবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং চরিত্র গঠনের পাঠ দেওয়া হয়। এখানাকার আবাসিক আদিবাসী কিশোর জপেশ্বর সোরেন এবার কলকাতার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ক্লাবের জুনিয়র ফুটবল টিমে নিজের যোগ্যতাবলে ঠাঁই করে নিয়েছে। সকলের সহযোগিতায় আমরা নানান বাধা অতিক্রম করে চলেছি। তবে এবার করোনার মধ্যেই আম্ফান আমাদের কিছুটা বেগ দিলেও আমরা সেসবের ধাক্কা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কিন্তু, আমরা নিশ্চিত, প্রতিবারের মতো বর্ষায় এবারও অজয় নদের বন্যার জল আমাদের আশ্রম চত্বরে ঢুকে সমস্যা সৃষ্টি করবে। সেই বিপর্যয় থেকে কীভাবে সব রক্ষা করতে পারব সেটাই এখন থেকে আমরা ভাবছি। একইসঙ্গে করুণাময়ের কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা সকল বিপর্যয়ের হাত থেকে এই পৃথিবী ও জীবজগকে রক্ষা করুন।

কোচবিহারে লোকালয়ে বাইসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : লক ডাউনে আবারও জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসল দুটি বাইসন। শনিবার কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের খোল্টা – মরিচবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই দুই বাইসন দাপাদাপি শুরু করে। বাইসন দুটিকে দেখতে স্থানীয় বাসিন্দারা লকডাউন ভেঙে ভিড় জমান সংশ্লিষ্ট এই উত্তর মরিচবাড়িতে। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে উদ্ধার করে এই বাইসন দুটিকে।

এদিন সকালে এই উত্তর মরিচ বাড়ি এলাকায় দেখা মেলে এই দুটি বাইসনের। এখানে ভুট্টা ক্ষেত,সুপারি বাগান, লঙ্কা ক্ষেত জুড়ে দাপিয়ে বেড়ায় তারা। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে খোচাবাড়ি এলাকার দিকে চলে যায়। এরপর বনদপ্তর এর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই দুটি বাইসনকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে তাদের আয়ত্বে আনে। ভুট্টা ও লঙ্কা ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাদের দাপাদাপিতে।

প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে এই দুই বাইসন বের হয়ে এসেছে। এই এলাকায়

মাঝে মাঝেই বন্য জন্তু লোকালয়ে চলে আসার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে লকডাউন চলায় রাস্তায় যানবাহন অপেক্ষাকৃত কম চলাচল করায় এবং রাস্তাঘাটে জনসাধারণের আনাগোনা কম থাকায় এই সমস্ত বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসছে বলে অনুমান বনদপ্তরের। প্রাথমিক চিকিৎসার পর এই দুটি বাইসনকে জলদাপাড়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানান বনকর্মীরা।

বিক্ষোভে উত্তাল মেখলিগঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগে সোচ্চার হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের তুমুল বিক্ষোভে সোমবার উত্তাল হয়ে উঠল মেখলিগঞ্জ এর চ্যাংড়াবান্ধা এলাকা। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটেই রওনা দিলেন তারা। এরপর পুলিশের অনুরোধে মেখলিগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন কোয়ারান্টাইন সেন্টারে গেলেন এই পরিযায়ী শ্রমিকরা।

এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কার্যত ছেলে খেলা করছে রাজ্য সরকার এবং তার প্রশাসন। সোমবার তারই নির্লজ্জ ছবি দেখা গেল কোচবিহার জেলার প্রান্তিক মহকুমা মেখলিগঞ্জের চ্যাংড়াবান্ধা এলাকায়। সোমবার ভোরে ব্যাঙ্গালোর প্রায় ৩৫ পরিযায়ী শ্রমিক এসে পৌঁছোন এই চ্যাংড়াবান্ধা চেক পোস্টে এবং এখানেই পুলিশের চেকিংয়ের মুখে পড়তে হয় তাদের। এরপর তাদের পরিচয়পত্র যাচাই এর পাশাপাশি থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়।

কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে রবিবার ভোর রাত থেকে সোমবার বিকেল পর্যন্ত এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায় বলে অভিযোগ।

একদিকে নাগাড়ে বৃষ্টি আর অন্যদিকে এতদূর পথ যাত্রা করে আসার ধকল, আর খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারছিলেন না তারা। বারবার প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের তারা অনুরোধ করছিলেন যে তাদেরকে নির্দিষ্ট কোয়ারান্টাইন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হোক এবং এর পাশাপাশি তাদের খাবারের ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। কিন্তু তারপরেও কোনওরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা বলে অভিযোগ এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের। প্রশাসনের এই মনোভাবে এদিন বিকেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তারা। এরপর তারা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা এগিয়ে যান। এরপর পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের অনুরোধ করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় ও বিভিন্ন কোয়ারান্টাইন সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

ধর্ষিতা শিক্ষিকা, অভিযুক্ত নেতাকে গ্রেফতারের দাবি শিক্ষক সমিতির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধর্ষিতা একজন প্রাথমিক শিক্ষিকা। অভিযুক্ত একজন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা। আর এ কারণেই লিখিত অভিযোগ জমা পড়লেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না পুলিশ। এক্ষেত্রে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না জেলার শিক্ষা অধিকর্তা। তাই শিক্ষাকে কলঙ্কমুক্ত রাখতে এই নিন্দনীয় ঘটনার সাথে যুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে প্রশাসন যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সহ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে এই বিষয়ে প্রশাসনের সাথে আলোচনার আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) কে ডেপুটেশন দিল নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা শাখা। এদিনের এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক দীপক কুমার সরকার, সভাপতি প্রলয় কুমার গুপ্ত প্রমুখ।

কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) এর দপ্তরে ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি।

দিনহাটায় প্রাথমিক শিক্ষিকা ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা নূর আলম হোসেনকে গ্রেফতার করছে না পুলিশ। শাসক দলের একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা এবং কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এই নুর আলম হোসেন। আর এ কারণেই তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ থাকলেও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না দিনহাটা পুলিশ প্রশাসনকে। এই পরিস্থিতিতে এক ভয়াবহ আতঙ্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ধর্ষিতা শিক্ষিকা এবং তার স্বামী দিনহাটা হাই স্কুলের শিক্ষক জাকির হোসেন। ইতিমধ্যে এই ধর্ষিতা শিক্ষিকার বাড়িতে চড়াও হওয়ার অভিযোগ ওঠে ধর্ষণে অভিযুক্ত এই তৃণমূল নেতার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। পুলিশের এই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি অবিলম্বে ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূলের এই নেতাকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন।

এদিন ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার উপযুক্ত শাস্তির দাবি সংবলিত পোস্টার হাতে নিয়ে আন্দোলনে শামিল হন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন নেতাকর্মীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,সম্প্রতি এক শিক্ষিকাকে টানা ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে কোচবিহার সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কনভেনার নূর আলম হোসেনের বিরুদ্ধে। এরপর এ মাসের ৩ তারিখ দিনহাটা মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ধর্ষিতা প্রাথমিক শিক্ষিকা। এরপরই দিনহাটা হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার এই মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়। দিনহাটা আদালতে তাঁর গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমা জুড়ে। বর্তমানে তিনি কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন। দিনহাটায় শাসক দলের যে কোনও কর্মসূচিতে এই নেতাকে সামনের সারিতে দেখা যায়। এই লকডাউন পরিস্থিতিতে এমন একজন নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মতো মারাত্মক অভিযোগ উঠে আসায় রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতারা। সোমবার বিভিন্ন পদ থেকে তাকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ।তবে তিনি কোচবিহার জেলা পরিষদের একজন কর্মাধ্যক্ষ পদে থাকলেও এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি তৃণমূল নেতাদের মুখে।

অভিযোগ, নির্যাতিতা শিক্ষিকার স্বামী জাকির হোসেন দিনহাটা হাইস্কুলের একজন শিক্ষক। তাদের বর্তমান ঠিকানা দিনহাটা শহরের ৭নং ওয়ার্ড এলাকায়। দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত তুতিয়ারকুটি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা তারা। তাদের ৭ বছরের ছেলে একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে। এই সূত্রে তৃণমূলের এই নেতার সাথে ধর্ষিতা এবং তার স্বামীর পরিচয় হয়। এই পরিচয় সূত্রকে কাজে লাগিয়ে তিনি তাদের দিনহাটা শহরের বাড়িতে মাঝেমধ্যেই যাতাযাত করতেন এবং তার সাথে একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এই পরিবারের। কিছুদিন যাওয়ার পর এই তৃণমূল নেতা কুপ্রস্তাব দিতে শুরু করে এই প্রাথমিক শিক্ষিকাকে এবং বারবারই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এই শিক্ষিকা। তাকে তাদের দিনহাটা শহরের বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেন তারা।

এরপর ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ দুপুর আড়াইটা নাগাদ তৃণমূল দিনহাটা ১ নং ব্লক সভাপতি নুর আলম হোসেন তাদের দিনহাটা শহরের এই বাড়িতে আসেন এবং তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তি করে তাকে ধর্ষণ করে এবং তার অজান্তেই এই নোংরা দৃশ্য নিজের মোবাইলের ক্যামেরা বন্দী করেন এই তৃণমূল নেতা। এরপর থেকেই এই ছবি প্রকাশ্যে আনার ভয় দেখিয়ে মাসের পর মাস তাকে ধারাবাহিক ধর্ষণ করে এই নুর আলম হোসেন। প্রতিবাদ করলে তাকে এবং তার স্বামীকে খুন করে ফেলার হুমকি দেন তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই নেতা। এর সাথে তার নাবালক পুত্র কেও অপহরণ করবার হুমকি দেন তিনি। এরপর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এই প্রাথমিক শিক্ষিকা। পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে তার স্বামীকে শাসক দলের এই প্রভাবশালী এই নেতার কুকীর্তির কথা বিস্তারিত ভাবে জানান তিনি। এরপর এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেলে তার স্বামীকে বারবার খুন করার হুমকি দেন নুর আলম এবং জোরের সাথে বলেন, পুলিশ তার কিছুই করতে পারবে না। এই পরিস্থিতির মধ্যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এই প্রাথমিক শিক্ষিকা। আর তাই পুলিশের দ্বারস্থ হতে এতটা সময় লেগে গিয়েছিল তার। অবশেষে কিছুটা সুস্থ হয়ে দিনহাটা মহিলা থানায় এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ধর্ষিতা প্রাথমিক শিক্ষিকা।

প্রশাসকের আগাম পরিকল্পনাহীনতাই দায়ী : শোভন চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : অতি তীব্র সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় সঙ্গে অতি ভারী বর্ষণের আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আগাম সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়নি কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক মণ্ডলী। অভিযোগ প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। শোভন বাবু গত ২৩ মে বলেন, হুগলি নদীর লকগেট খুলে দিলে আর শহরের ৭৪টি পাম্পিং স্টেশনের প্রায় ৩৭৯টি পাম্প চালু রাখলে কলকাতা মহানগরে এতো জল জমতো না। 'আমফান' (নামকরণে থাইল্যান্ড) ঘূর্ণিঝড় আসার ছ'দিন আগে থেকে সতর্ক করেছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তা সত্ত্বেও ঘূর্ণিঝড়ের গুরুত্ব বুঝতে না পারায় সচেতন হয়নি কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক ও কর্তাব্যক্তিরা। কলকাতা পুরসংস্থার, এই ব্যর্থতায় অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানোকে তিনি সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বর্তমান প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিমের দিকে।

এখানে উল্লেখ্য, নোভেল করোনা ও ঘূর্ণিঝড় 'আমফান' পর্বে শোভন চট্টোপাধ্যায় ২৩ মে-ই প্রথম সংবাদ মাধ্যমের সামনে আসেন। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় ব্যর্থ পুরসংস্থার বিরুদ্ধে মুখ খুলেই ক্ষুব্ধ শোভনবাবু এদিন বলেন, ১৯৮৫-র জুলাই থেকে ২০১৮-র নভেম্বর সুদীর্ঘ সাড়ে ৩৩ বছর ধরে কলকাতা পুরসংস্থার সঙ্গে কখনও সাধারণ পুর প্রতিনিধি, কখনও বরো অধ্যক্ষ, কখনও মেয়র পারিষদ আবার কখনও বা কলকাতার মহানাগরিক হিসাবে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম। হয়তো কয়েকমাস আমি সেভাবে নেই। আমার সুর্দীঘ পুর অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রবল বৃষ্টিতে আগে থেকে লক গেট খুলে দিলে আর পাম্পিং স্টেশনগুলি চালু করলে জল এতোটা জমতো না। কিন্তু ১৫ মে'র আগে থেকেই এই ঘূর্ণিঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হলেও কলকাতা পুরসংস্থা আগে থেকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে পারল না কেন? প্রাক্তন মহানাগরিক এমনই এক চাঁচাছোলা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন তারই পুরনো একান্ত আপন বন্ধু ববিকে (ফিরহাদ হাকিম)।

'আমফান' ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার গাছপালা পড়ে পাঁচ থেকে ছ'দিন যাবৎ কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তাঘাট যেভাবে অবরুদ্ধ পানীয় জলের হাহাকার পড়ে গিয়েছে, উপরন্তু বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে তারও সমালোচনাও করেন শোভনবাবু। এদিনের সমালোচনায় তিনি সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন বৃষ্টির জল জমা নিয়ে। তিনি আরও বলেন, তার আমলে পুর ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থাপনায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। যা বৃষ্টি হয়েছে (কমবেশি ২৪০ মিলিমিটার) তাতে রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরে এতোটা জল জমার কথা নয়। কিন্তু পুরসংস্থার প্রশাসক মণ্ডলীর পরিকল্পনার অদূরদর্শিতায় এসব ঘটেছে বলে তীব্র অভিযোগ করেন শোভন চট্টোপাধ্যায়।

আমফানের প্রভাবে লন্ডভন্ড কুলতলি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : আমফানের প্রভাবে লন্ডভন্ড হয়ে গেল কুলতলি ও মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকার বিস্তীর্ণ নদী বাঁধ। বুধবার দুপুরে ঠাকুরান নদীর জলের তোড়ে কুলতলি ব্লকের কিশোরী মোহনপুর সামন্তর বাথানি এলাকায় ১৫০ মিটার, কিশোরী মোহনপুর শ্রীকান্ত পল্লী এলাকায় ৫০ মিটার, নগেনাবাদ হরে কৃষ্ণ দাসের কাটা এলাকায় ২০০ মিটার, বিনোদপুর সোমবারের বাজারের কাছে এলাকায় ১৫০ মিটার, দেউলবাড়ি গঙ্গার ঘাট এলাকায় ৫০০ মিটার, বনঘেরি এলাকায় ১৫০ মিটার ও ভুবনেশ্বরী ৪ নং ঘেরির প্রায় ১০০ মিটার এলাকায় নদীর বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে। প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডবে বাঁধ মেরামতের কাজে বাঁধা। তবে ঘটনাস্থলে সেচ দফতরের কর্মীরা ও স্থানীয় মানুষজন কাজ করছে।এ ব্যাপারে বারুইপুর মহকুমাশাসক দেবারতি সরকার বলেন, পরিস্থিতি না কাটলে ঠিক মতন কাজ করতে পারছে না সেচ দফতরের কর্মীরা। আপাতত বাঁধের আশেপাশের মানুষ জনকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমফানের প্রভাবে কার্যত শ্মশানের চেহারা নিয়েছে জয়নগর ও কুলতলি। জয়নগর ও কুলতলি এলাকার কাঁচা বাড়ির সব ও পাকা বাড়ির বেশির ভাগ অংশ ভেঙে গেছে। জয়নগর ১ ও ২ নং ব্লকে মৃত্যুর কোনও খবর না থাকলেও কুলতলিতে গায়েত্রী মন্ডল (৫৫) নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে গাছ পড়ে। জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, প্রায় ৩৫ হাজার বাড়ির ক্ষতি হয়েছে এই আমফানে। আড়াই লক্ষ মানুষ ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। এই ব্লকের হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গাছ পড়ে ৫ জন আহত হন। তাদের স্থানীয় পদ্মেরহাট ব্লক হাসপাতালে

চিকিৎসার পর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জয়নগর ব্লক প্রশাসন থেকে সব ধরনের সাহায্য করার চেষ্টা করছেন ।

শুধু জয়নগর, কুলতলি নয়, প্রবল ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল সুন্দরবনকে। এখনো ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে উঠতে পারি নি প্রশাসন। এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ জয়নগরের দুটি ব্লক সহ কুলতলি ব্লকের প্রায় পুরোটা এলাকা। জয়নগর ১ ও ২ নং ব্লকের সব গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচুর হারে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। এই জরুরি অবস্থায় অফিসে বসে না থেকে ঝড়ের রাতেই সারারাত ধরে নিজে হাত লাগিয়ে রাজ্য সড়কের উপর থেকে গাছ কেটে রাস্তা পরিস্কার করলো জয়নগর ১ নং বিডিও। ওদিন রাতে জয়নগর ১ নং বিডিও নৃপেন বিশ্বাস ও যুগ্ম বিডিও বিপ্লব পাল সিভিল ডিফেন্সের কয়েক জন কর্মী ও বিডিওর কয়েক জন কর্মীকে নিয়ে সারারাত নিজেরা হাত লাগিয়ে জয়নগর গোচরণ রোডের উপর পড়ে থাকা বড় বড় গাছের গুড়ি কেটে রাস্তার যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করলো। বিধ্বংসী ওই রাতে জয়নগর ১ নং বিডিওর সঙ্গী হয়ে এই প্রতিবেদক নিজের চোখে দেখলেন একজন প্রশাসনিক প্রধান দুর্যোগের রাতে কিভাবে ফিল্ডে পড়ে থেকে কাজ করতে হয়। যেখানে ওই রাতে কোনো জনপ্রতিনিধির দেখা পাওয়া না গেলেও প্রশাসনিক প্রধানকে দেখতে পাওয়া গেল। এ ব্যাপারে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে জয়নগর ১ নং বিডিও নৃপেন বিশ্বাস বলেন, ওদিন রাতে আমার করণীয় ছিলো অফিসে বসে,না থেকে রাস্তায় নেমে কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর, যাতে এই সময়ে তাঁরা কাজের মনোবল বেশি করে পায়। জয়নগর গোচরণের মধ্যে থাকা কুলপি রোডের উপরে পড়া বড়ো বড়ো গাছ গুলি আগে কেটে রাস্তায় গাড়ি চলাচল যাতে দ্রুত শুরু করানো যায় সে ব্যবস্থা করেছি। কারণ, এই রাস্তা দিয়ে বারুইপুর হয়ে জয়নগর ও কুলতলি যেতে হয়। কুলতলি ও জয়নগর যাবার প্রধান সড়ক হচ্ছে এটা। তাই এই সড়ক টা আগে পরিস্কার করার প্রয়োজন মনে করেছি।

আমফানের প্রভাব পড়েছে কোচবিহার জেলাতেও । কোচবিহার জেলায় সেভাবে ক্ষয়ক্ষতি না হলেও গত পরশুদিন থেকে লাগাতার বৃষ্টির ফলে তোরসা নদীর জল বেড়ে গিয়েছে । তোর্সা নদীর জল বাড়ায় কোচবিহার শহর লাগোয়া ফাঁসির ঘাট সংলগ্ন যে বাঁশের সাঁকো ছিল সেটি ভেঙে যাওয়ায় অসুবিধার মুখে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ।এই সেতুর উপর দিয়ে প্রতিদিন কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের সুটকাবাড়ি, টাপুরহাট, চিলকিরহাট, সহ বেশ কিছু গ্রামের মানুষ এই বাসের সাঁকো র উপর নির্ভর করে কোচবিহার শহরে আসেন তাদের কাজ করার জন্য । তবে এই বাসের সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় এখন তাদের প্রায় ১০কিলোমিটার ঘুরে ঘুঘুমারী তোর্সা ব্রিজ দিয়ে কোচবিহার শহরে আসতে হবে । তাই এখন তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে । যদিও বর্ষা কলে তোর্সা নদীর জল থাকায় এদিক দিয়ে পারাপার বন্ধ থেকে । তবে এই বছর আম্ফানের কারণে আগেই তোর্সা নদী জল বাড়ায় বাসের সাঁকো ভেঙে গিয়েছে ।

ফের প্রকাশ্যে এলো ফিরহাদ-সাধন কোন্দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি সামলাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ পুর প্রশাসন এতোদিন এ অভিযোগে বারংবার সরব হয়েছেন বিরোধীরা। এবার এ অভিযোগ তুললেন সাধন পাণ্ডে। পুরসংস্থার পরিকল্পনার অভাব ছিল। একই সঙ্গে পুরসংস্থার বর্তমান যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সে দায়-দায়িত্ব নিতে হবে কলকাতা পুরসংস্থাকে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুর এলাকার ১৬ জন বিধায়কদের ডেকে আলোচনা করেননি পুর প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। প্রয়োজনে ডাকা যেতে পারতো দীর্ঘ অভিজ্ঞ প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়কেও। গত ২৬ মে ফিরহাদের বিরুদ্ধে এমনই চাঁচাছোলা অভিযোগ করেন উত্তর কলকাতার তৃণমূল বিধায়ক মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। তাঁর আরও অভিযোগ, কেন দু'টি সংস্থা থাকবে না। কেবল মাত্র 'এনাফ ইজ এনাফ' বললেই হবে না। তাঁর অভিযোগ সিইএসসি একটি মনোপলি সংগঠন। পুর প্রশাসকমন্ত্রী চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিমের জবাব, আলাদা করে ডাকার মতো সময় কোথায়? সাধনদার পরামর্শ দেওয়ার থাকলে কেন তিনি নিজে পুরসংস্থায় এলেন না? এদিকে সাধনবাবুর পরিষ্কার জবাব, পুর-প্রশাসক ফিরহাদের পরিকল্পনার অভাব ছিল। কোনও দিনই তিনি কারোর সঙ্গে আলোচনা করেননি। ফিরহাদের বক্তব্য,

যাদের সঙ্গে বৈঠক করার প্রয়োজন তাদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। নবান্নের বৈঠকে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সবার সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করার মতো সময় কোথায়? আমি কাজ করবো, না কী লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুরবো। পুর প্রশাসন আপ্রাণ চেষ্টায় রত, একদিনে এতো বড়ো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শহরের বড়ো রাস্তাগুলি যান চলাচলের উপযুক্ত হয়েছে। আর সিইএসসি'কে চাপ দিচ্ছি অতি দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করতে।

এদিকে আধা-কোমায় চলে যাওয়া মহানগর নিয়ে সিইএসসি-র ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুর-প্রশাসক। সিইএসসি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, লকডাউনের ফলে সমস্ত কর্মীদের আমরা পাচ্ছি না। যে যার বাড়ি চলে গেছে। কাজ না থাকায়। এখন ৫০ শতাংশ কর্মী দিয়ে কাজ চলছে। বাস-রেল না চালু হলে কর্মীরা আসবে কিভাবে।

আবার অন্যদিকে, সাধনের মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ফিরহাদ। ফিরহাদ হাকিম পুরসংস্থায় বলেন, সাধনদা অসুস্থ মানুষ তো। কী বলতে গিয়ে কী সব বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না। অসুস্থ তো তাই ওনার কথাকে প্রাধান্য দেওয়া ঠিক হবে না।

টানা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের পিছনে করোনা সতর্কতা ও উপরি পাওনা লকডাউন পরিস্থিতিকেই মূলত দায়ী করছেন বিদ্যুৎকর্তারা। গ্রাহকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সিইএসসি-র ভাইস প্রেসিডেন্ট (ডিস্ট্রিবিউশন) অভিজিৎ ঘোষ বলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার জন্য আমরা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করছি। আমাদের অনুমানে কোনও ঘাটতি বা ফাঁক ছিল না। আসলে করোনা লকডাউনে 'ফল্ট' মেরামতির কাজ যে কর্মীরা করে থাকেন, তাঁরা অনেকেই যে যার বাড়ি চলে গিয়েছেন। অনেকে আবার ট্রেনে-বাসে আসেন, লকডাউনের জন্য তারা আসতে পারেননি। কর্মী সমস্যার কারণেই ফল্ট সারাই না হওয়ায় সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি। ফল্ট হয়েছে ওভারহেড এবং যে সমস্ত এলাকায় ওভারহেড ও ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্কের মিশ্রণ রয়েছে, সেই সমস্ত জায়গায়।

জল ঢুকে ভিজে গেছে উকিলের কাগজ পত্র। সেগুলির শুকনোর পালা চলছে।

মহেষতলায় বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে মারা গেল দুই সারমেয়(উপরে)। নুঙ্গী স্টেশনের কাছে গাছ পড়ে মৃত মহিলা। (নীচে) ছবি ঃ অরুন লোধ

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com